Name of the study area:
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 34:21
ID: IDI_AMR202_HH_U_16 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver?	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	28	SSC	Caregiver	50000	3.5 Years-Male	67 Years-Female	Bangali	Child-3, Husband and Wife (Res.), Mother-in-law

প্রশ্নকর্তা: আসলামুআলাইকুম। আপা, আমি হচ্ছি এস.এম. এস। ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি । আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি সাস্থ বিষয়ে, সেটা হচ্ছে যে আমরা বুঝার চেষ্টা মানুষ এবং বাসা বাড়ি সমূহে যে সমস্ত পশুপাখি এবং আছে এবং মানুষ আছে তারা যখন অসুস্থ হয় তারা তখন কোথায় যায় ? কি করে ? পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়? এবং এ অসুস্থতার জন্য তারা কোনো এন্টিবায়োটিক কিনে কিনা? এবং এন্টিবায়োটিক কিনার পর সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করে ? সে সম্পর্কে আমরা একটু যানতে চাই । তো গবেষনার জন্য যে সমস্ত তথ্য আমরা অ্য মানে আপনাদের থেকে সংগ্রহ করব সেগুলা জন সাধারনকে উৎসাহিত করার জন্য বা তারা যাতে সঠিক ভাবে এন্টিবায়োটিক যথাযথ এবং নিশ্চিত ব্যবহার করে এটা করার জন্য আমরা একাজটা নিশ্চিত করব। তো আপা আপনি যে তথ্যগুলো আমরা নিব সম্পূর্ণ গোপনীয় ভাবে আমরা সংরক্ষন করব। অন্য গবেষনার কাজেই শুধুমাএ ব্যবহার করা হবে অন্য কোনো কাজে এটা ব্যবহার করা হবে না। তো আপাকেতো আমি আগেই বলছি বিস্তারিত। এবং আপনি আমাকে সম্মতি পএে এখানে স্বাক্ষর দিছেন। আমরা আলোচনা তাইলে শুরু করি কি বলেন আপা?

উওরদাতা: আচ্ছা বলেন, আমরা যতটুকু চেষ্টা আমি করব ।

প্রশ্নকর্তা: ওকে থেংক ইউ আপা। তো আমরা শুরু করি ?

উওরদাতা: আচ্ছা ঠিক আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপা, ফাস্ট প্রথমে আমি্একটু যানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি কি কাজ করেন?

উওরদাতা: আমি গৃহিনী ।

প্রশ্নকর্তা: গৃহিনী ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: বাসার বাহিরে আর কোনো কাজ করেন না নাহ?

উওরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা যদি আপনার পরিবার সম্পর্কে একটু যানার চেষ্টা করি , আপনার পরিবারে কে কে আছে আপা?

উওরদাতাঃ আমার পরিবারে আমার স্বামী আছে , শাশুরী আছে , আমার তিনটা বাচ্চা আছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ তিনটা বাচ্চা । বড় ছেলের বয়স কত?

উওরদাতাঃ বড় ছেলের বয়স তের বছর । ক্লাস সেভেনে পরে ।

প্রশ্নকর্তাঃ ক্লাস সেভেনে পরে তের বছর ?

উওরদাতাঃ হ্যেয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর মেঝজন ?

উওরদাতাঃ মেঝজন মেয়ে ক্লাস থ্রিতে পরে , নয় ; সারে আট বছর ।

প্রশ্নকর্তাঃ সারে আাট বছর । আর ছোট জনের বয়স?

উওরদাতাঃ সারে তিন বছর ।

প্রশ্নকর্তাঃ সারে তিন বছর । আর আপনার শাশুড়ীর বয়স কত আপা ?

উওরদাতাঃ আমার শাশুড়ীর বছর সাতষট্টি আটষট্টি হবে ।

প্রশ্নকর্তাঃ অ্যা কত ধরব আমরা? সাতষট্টি?

উওরদাতাঃ হ্যা সাতষট্টিই ধরেন ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঠিক আছে । তো আর বাড়িতে আর কেও কি আছে? আপনারা ছাড়া ?

উওরদাতাঃ না ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এখন বাড়িতে মানে একসাথে সবাই কি একসাথে রান্না করে খান?

উওরদাতাঃ হ্যা আমরা একসাথেই খাই ।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সাথে রান্না করে খান । আচ্ছা । তো আপনাদের যে এই বাড়িতে যারা আছেন এরা ছাড়া মাঝে মধ্যে অন্য কেউ কি বেড়াতে আসে?

উওরদাতাঃ হ্যে বেড়াতে আসে আমার আত্বীয় স্বজন আছে ওরা আসে ।

প্রশ্নকর্তাঃ কে কে আসে আপা?

উওরদাতাঃ আমার চাচি শাশুড়ী আছে, আমার ছোট ননদ আসে, আমার দেবর আছে , চাচতো দেবর ওরা আসে ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: আসে আসে আবার যায় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এরা কতদিন পর পর আসে ?

উওরদাতা: আসে বেস কিছু দিন পরপরই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আসলে থাকে না চলে যায়?

উওরদাতা: হ্যে দুই একদিন থাকে , থাইকে চলে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: যেমন আজকে সকালে আমার চাচী শাশুড়ী ছিল চলে গেসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । ও , তো এখন যেটা হচ্ছে আপা আপনার বাসায় এযে মুরগী দেখলাম আমি। হ্যে এযে আপনার বাচ্চার হাতেও একটা মুরগী দেখতেছি । তো এরকম আপনাদের বাসায় গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী কি আছে ?

উওরদাতা: আমাদের হাঁস মুরগী নেই । মুরগী, মুরগী আছে শুধু ।

প্রশ্নকর্তা: কয়টা আছে?

উওরদাতা: হাঁস । মুরগী নয়টা । ছোট বড় মিলায়া নয়টা।

প্রশ্নকর্তা: নয়টা মুরগী আছে। বর্তমানে না ?

উওরদাতা: হুম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এগুলোকে কে দেখাশুনা করে?

উওরদাতা: এগুলি আমরাই দেখাশুনা করি । আমার ছেলে আছে , আমার শাশুড়ী , আমি । আমরাই দেখাশুনা করি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । আর আপা যদি পারিবারিক মাসের আয় শুনে একটু জানার চেষ্টা করি , যেমন আপনাদের এখানে হচ্ছে ভারা বাসা আছে বলছিলেন আমাকে? হ্যেয় ।

উওরদাতা: হ্যে ।

প্রশ্নকর্তা: তো টোটাল মাসে আয় কত যদি আমরা ----

উওরদাতা: বাড়ি বাড়ি বাসা ভারা মনে করেন বিশ পচিঁশ হাজার টাকার মত আসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আবার আমাদের একটা কনফেশনারী দোকান আছে ঐখানে এরকমই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা পচিঁশ হাজার যদি হয়, তাহলে পচিঁশ পচিঁশ পন্চাশ হাজার?

উওরদাতা: ৫০ হাজার টাকা এখান---।

প্রশ্নকর্তা: মাসে আয় আপনাদের ।

উওরদাতা: এখান থেকে আবার আমাদের খরচ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যে খরচতো থাকবেই।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এটাতো সাম্ভাবিক । আগে আয় করতে হবে পরবর্তীতে খরচ । হ্যেয় তো সম্পদের বিষয় যদি একটু জানতে চাই যেমন এই হচ্ছে যে আপনাদের বাসা যে আমি দেখলাম এটাকি পুরাটা টিন সেড?

উওরদাতা: হ্যে পুরাটা টিন সেড ।

প্রশ্নকর্তা: আর ভারা বাসা যেগুলো? ওগুলোকি টিন সেড ?

উওরদাতা: হ্যেয় সবই টিন সেড ।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে । তো চারিদিকে হচ্ছে টিন নিচে পাঁকা এবং উপরেও টিন না?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর হচ্ছে আপনারা নিজেরাই এ বাড়ির মালিক না?

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তা: নিজেদের বাড়ি । আর ঘরে কি কি আছে আপা আপনাদের?

উওরদাতা: আমাদের --

প্রশ্নকর্তা: টিভি ফ্রিজ?

উওরদাতা: ফ্রিজ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: দুইটা দুইঘরে দুইটা সোকেস আছে, দুই ঘরে দুইটা ওয়াড্রপ আছে, দুই ঘরে দুইটা খাট আছে, একটা ডেসিনটেবিল আছে, একটা টেবিল আছে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ফেন আছে । এই ।

প্রশ্নকর্তা: এগুলা আছে?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া আর কোন কিছু আছে দামী একটু কিছু ঘরে?

উওরদাতা: না দামী বলতে কিছুই নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: একটা টিভি ছিল ভাইঙ্গা গেছে । লসিডি ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি নতুন আবার টিভি ?

উওরদাতা: হ্যে । এটি নতুন টিভি কিন্তু এগুলায় ফালায় ভাঙ্গা ফেলাইসে ।

প্রশ্নকর্তা: এটাই ভেঙ্গে ফেলছে ?

উওরদাতা: হ্যে ।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা ।

উওরদাতা: মনিটর ভাঙ্গা ফেলছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: ডিসপ্লে ।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে । তো এখন যেটা যানতে চাচ্ছি আপা সাস্থ সেবা নিয়ে , সাস্থ সেবা নেওয়া সম্পর্কে । যে মানে পরিবারের সবাইকি এখন ভালো আছে আপা?

উওরদাতা: আল্লাহ রহমতে এখন সবাই মোটামুটি ভালো আছে ।

প্রশ্নকর্তা: এযে আপনার ছোট বাচ্চাটা বলতে ছিলেন যে গতকাল অ্যা--

উওরদাতা: হ্যা ডাইরিয়া হইছিল ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যে ডাইরিয়া হইল ।

উওরদাতা: তো ঐ ঐখানে, ঐসময় আমরা টঙ্গি মেডিকেল নিয়ে গেসি ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: গতকাল আড়াইটার দিকে। দুপুর আড়াইটার দিকে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা: তো ঐখানে নাওয়ার পরে ভর্তি করাইসি স্যালাইন দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: স্যালাইন দাওয়ার পরে আল্লাহ রহমতে একটু সুস্থ । ঔষুধ দিছে দুইটা ঐটাও খাওয়ানির পরে একটু পায়খানাটা কম করে এখন।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু এখন কি সুস্থ একদম পুরাপুরি না আছে এখনো?

উওরদাতা: পুরাপুরি সুস্থ না মানে পাতলা পায়খানাটা এখনো আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: সারাদিনে একবার করছে এই বেলা পর্যন্ত একবার হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: আজকে সকালে?

উওরদাতা: হ্যে একবার হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: আজকে একবার করছে । আচ্ছাতো আর ঔষুধ যে দিসে এটা কয়দিনের ঔষুধ দিসে আপা?

উওরদাতা: কয়? ঔষুধটা দিসে এক সাপ্তাহ ।

প্রশ্নকর্তা: এক সাপ্তাহের ঔষুধ ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটা কি ধরনের ঔষুধ দিসে আপনার মানে কি ? --

উওরদাতা: একটা সিরাপ দিসে এন্টিবায়োটিক এর,

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা: সিরাপ, দুইটা দিসে একটা খাওয়াইতে বলছে একটা বাদ দিয়ে দিতে বলছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে একটা খাওয়াইতে বলছে ?

(৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা বাদ দিয়ে দিতে বলছে ? তো যেটা দিসে আপা মানে ঔষুধটার নাম কি আপনার জানা আছে?

উওরদাতা: আ যা , মুখস্ত নেই কিন্তু পেকেট আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা দেখব তাইলে একফাঁকে, এখন এখন না এক ফাঁকে পরে --

উওরদাতা: আচ্ছা ।

প্রশ্নকর্তা: দেখে নিব । আচ্ছা অসুবিধা নাই । তাইলে স্যালাইন দিসে বললেন?

উওরদাতা: হ্যা খাওয়ার স্যালাইন দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: আর এন্টিবায়োটিক দিছে?

উওরদাতা: হ্যা । এন্টিবায়োটিক দিছে আবার , শরীরে ভরাব স্যালাইন ও দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: শরীরে লাগানির স্যালাইন দিছে ।

উওরদাতা: হ্যা । দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: তিন তিনটা দিছে । আর কোনো কিছু দিছে ?

উওরদাতা: না কিছু দেয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো এ্য পরিবারে এখন তো বাচ্চা অসুস্থ আর এমন কেউ কি আছে পরিবারে প্রায় সময় বা মাঝে মধ্যে সে অসুস্থ হয়ে থাকে?

উওরদাতা: হ্যা আমার শাশুড়ী।

প্রশ্নকর্তা: শাশুড়ী ?

উওরদাতা: প্রায় সময় অসুস্থ থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: কি সমস্যা উনার ?

উওরদাতা: উনার ই ঐ হার্টের সমস্যা, প্রেসার হাই প্রেসার ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: তো ঐ সময় গরমটার উপরতো বেশী চেইতা গেলে উনার অসুস্থ তারপরে, গরমটা সহ্য করতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা: কিসের গন্ধ?

উওরদাতা: গন্ধ না , গরমটা সহ্য করতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা গরম গরম ।

উওরদাতা: হ্যে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । গরম সহ্য করতে পারে না । গরম হলেই তার কি সমস্যা হয় আপা ?

উওরদাতা: শরীর জ্বালা পোড়া করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: অস্থির অস্থির লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: তো এজন্য কি সে ডাক্তার দেখায় না?

উওরদাতা: হ্যা ডাক্তার দেখায় , ঔষুধ খায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঔষুধগুলা ভাল লাগে, প্রেসারের ঔষুধগুলা নিয়মিত খায়ে গেলে উনার শরীরটা ভালো লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় দেখায় উনি ডাক্তার?

উওরদাতা: উনি ডাক্তার এখানে আমাদের এখানে স্টেশনের নজরুল ডাক্তারের নাভা ফার্মেসিতে নজরুল ডাক্তার বসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঐ ডাক্তারকে আমরা দেখাই ।

প্রশ্নকর্তা: উনি কি পাশ করা কোন ---

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এফ.সি.পি.এস ডাক্তার----

উওরদাতা: হ্যা পাশ করা এম.বি.বি.এস. ডাক্তারই ।

প্রশ্নকর্তা: এম.বি.বি.এস. ডাক্তার না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আর ঐযে ফার্মেসিতেই বসে সে?

উওরদাতা: ফার্মেসির ভিতরে আরকি বসে ।

প্রশ্নকর্তা: বসে।

উওরদাতা: সামনেতো ফার্মেসি ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: ভিতরে উনার রুম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা উনি , উনি কোথাকার ডাক্তার?

উওরদাতা: নজরুল ইসলাম মনে, যত সম্ভব কালিগঞ্জের ডাক্তার ওখান থেকে এখানে আসে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কয়দিন বসে এখানে?

উওরদাতা: এ প্রতিদিনই আসে । আর বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্র নয়টা দশটা ।

প্রশ্নকর্তা: ভিজিট নেয়? টাকা নেয়?

উওরদাতা: হ্যেয় ভিজিট আছে ।

প্রশ্নকর্তা: কত নেয় ভিজিট?

উওরদাতা: তিনশ করে ভিজিট।

প্রশ্নকর্তা: তিনশ করে ভিজিট।

উওরদাতা: হ্যে আমরা একটু কম দেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কেন কম দেন কেন?

উওরদাতা: আমরা একটু কম, অনেক আগে থেকে আমারা দেখাই সবসময়তো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা পরিচিত এজন্য ?

উওরদাতা: হ্যে ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি । আচ্ছা তো এই এখন যেটা হচ্ছে মানে ঐযে ইয়ে এই ডাক্তারকে দেখান আপনার শাশুড়ীর জন্য । আর পরিবারের--

উওরদাতা: শাশুড়ীর জন্য না আমাদের সবার জন্যই উনি ।

প্রশ্নকর্তা: উনি দেখে?

উওরদাতা: হ্যা উনিই দেখে ।

প্রশ্নকর্তা: ও সবসময়কি উনাকে দেখান নাকি যে ঔষুধের দোকানে যারা----

উওরদাতা: না । না । না ।

প্রশ্নকর্তা: ঔষুধ বিক্রি করে বা ডাক্তারী করে---

উওরদাতা: মানে উনারেই মনে করেন বেশীর ভাগ লোকই ইনাকে দেখাই। মানে রেলইস্টেশনে যারা আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর মহিলা মেয়েলি সমস্যা ঐটা মনে করেন গাইনী ডাক্তারকে নিয়ে দেখাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা তো গাইনী ডাক্তারটা কোন জায়গায়? দেখান?

উওরদাতা: গাইনী ডাক্তার তো একবার দেখাইছি শাহীনা ম্যাডাম ।

প্রশ্নকর্তা: হূ ।

উওরদাতা: আর একবার দেখাইছি আনজুয়ারা । এটা ইসে বসে ; একজন বসে সেবায় শাহীনা ম্যাডাম ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: আর একজন আনজুয়ারা হইসে সন্ধানীতে বসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে আপনারা সবসময়ই একি এখানেই দেখান? ---

উওরদাতা: না না না।

প্রশ্নকর্তা: নাকি অসুখে বিসুখে যারা -----

উওরদাতা: হটাৎ একোনো একদিন এযে যেমন বছর খানেক আগে একবার দেখাইছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উওরদাতা: এরপরে এযে , ঐ ঔষুধই চালায় যাইতেছি। মানে ওরকম খারাপ লাগলে ঐ ঔষুধই খাইতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে কি সমস্যা ছিল; আপনার? কার জন্য আপনার জন্য?

উওরদাতা: হ্যে আমার জন্য, ওটা বলা যাবে না ওটা কি সমস্যাটা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । যেটা এখন বলতেছিলাম আপা যে মানে ধরেন পরিবারে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, হ্যেয় তো তাকে কে দেখাশুনা করে? (বাবা মারিও না)

উওরদাতা: তাকে আমি দেখাশুনা করি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনিই করেন?

উওরদাতা: হ্যে । আমিই করি ।

প্রশ্নকর্তা: যেমন আপনার বাচ্চারা এবং শাশুড়ী ----

উওরদাতা: আমার বাচ্চারা , শাশুড়ী , আমার স্বামী --

প্রশ্নকর্তা: হ্যা।

উওরদাতা: অসুস্থ পড়লে আমারই দেখতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আপনি দেখাশুনা করেন ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো মানে এই মুহূর্তে বললেন আপনার বাচ্চার হচ্ছে ডাইরিয়া সমস্যা আছে, আর কারো শ্বাস কষ্ট আছে?

উওরদাতা: না না। শ্বাস কষ্টটা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: অন্য কোনো অসুস্থতা আছে আর কারো?

উওরদাতা: না না ।

প্রশ্নকর্তা: যেমন আপনার শাশুড়ীর আর এখন কোনো সমস্যা আছে?

উওরদাতা: না এখন আল্লা-- কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ রহমতে ; সুস্থ এখন সবাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো বাচ্চার ডাইরিয়া হইছিল হচ্ছে গত কো ,কবে থেকে বললেন ডাইরিয়া?

উওরদাতা: আ-- , গতকাল থেকেই ।

প্রশ্নকর্তা: গতকাল থেকে?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এর আগে কি অসুস্থ হইছিল আপা? বাচ্চার ডাইরিয়া হয়ার আগে?

উওরদাতা: না এর আগে জর ছিল ।

প্রশ্নকর্তা: কার?

উওরদাতা: আমার শা-- ; রোজার মধ্যে আমার শমশুড়ীর ছিল , আমার ছেলের ছিল । বড় ছেলের ছিল , ছোট ছেলের হইছিল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তখন আপনারা চিকিৎসা করাইছেন কোন জায়গায়?

উওরদাতা: এই নজরুল , নজরুল ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নকর্তা: নজরুল ডাক্তার না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: উনি বলতেছেন পাশ করা বড় ডাক্তার নাকি এমনে ঔষুধ?

উওরদাতা: না না না। উনি বড় ডাক্তারই । পাশ করা ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তা: ভিজিট নেয় না ।

উওরদাতা: হ্যা হ্যা ভিজিট নেয় ।

প্রশ্নকর্তা: কত নয় ভিজিট?

উওরদাতা: ভিজিট তিনশ টাকা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা উনাকে আচ্ছা । তো এ্য এযে বাচ্চাযে অসুস্থ এছাড়া আর মনে করতে পারেন আপনার দৈনন্দিক কাজ কর্ম করতে গিয়ে কেউ ঘরে পরিবারে অসুস্থ হয়ে গেছিল এমন কোনো অসুস্থতার কথা আপনার খেয়াল আছে?

উওরদাতা: না । এরকম অসুস্থ হয় নাই কেউ ।

প্রশ্নকর্তা: এযে মাঝে মধ্যে কেউ যে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে হটাৎ করে, হু ? এরকম হইছিল আপনার কোনো সময়?

উওরদাতা: না এরকম আমারই হয় মাঝে মধ্যে শরীরটা শরীর দুর্বল , দুর্বল হয়ে পরে । ঐসময় একটু স্যালাইন খাই । ওরস্যালাইন খাই, ওরস্যালাইন খাইলে একটু ঠিক ভালো লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে এটা কি জন্য খান স্যলাইনটা?

উওরদাতা: এটা এইযে শরীর দুর্বলের জন্য খাই ।

প্রশ্নকর্তা: তো , আপনে মানে স্যালাইন যে খান এটার সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন? নিজে নিজে নেন নাকি--?

উওরদাতা: এটা, না এটা আমি নিজে নিজেই নেই, মানে আমার এ জিনিসটা খাইলে একটু ভালো লাগে। স্যালাইনটা খাইলে আমার শরীরটা একটু ভালো লাগে; এজন্য আমি এটা খাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । এজন্য আপনি নিজে নিজেই খান?

উওরদাতা: নিজে নিজেই খাই ।

প্রশ্নকর্তা: পরিবারে আর কাউকে খাওয়ান এই ভাবে?

উওরদাতা: না এভাবে আর কেউ খায় না । এ আমি একটু স্যঅলাইনটা খাইলে আমার শরীরটা একটু ভালো লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এজন্য আমি খাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ধরেন পরিবারে কেউ একজন অসুস্থ হয়ে গেল তো আপনি কিভাবে বুঝেন যে মানে সে অসুস্থ ? যেমন আপনার বাচ্চা হতে পারে , আপনার স্বামী বা ----

উওরদাতা: সেটাতো তার শারীরিক অবস্থা দেখলেই বুঝা যায়।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে বুঝেন? লক্ষনগুলা বা ইয়াটা যদি ---

উওরদাতা: লক্ষনগুলা মনে করেন শরীর দুর্বল হয়ে পরে।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: কথা বলতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: খাওয়া দাওয়া করে না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: এভাবে বিছনায় পরে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: এরকম ভাবেইতো বুঝা যায় । মা কিভাবে বুঝায়, বুঝে সেটা বুঝেন না?

(১০ মিনিট ০২ সেকেন্ড)

উওরদাতা: এজন মা কিভাবে তার সন্তানরে --

প্রশ্নকর্তা:: না না তা বুঝছি , কিন্তু আমিতো পুরুষ ---

উওরদাতা: ও ।

প্রশ্নকর্তা: আপা বুঝেন না । সেটাই , যেমন ধরেন আপনার বাচ্চার কথাই যদি বলি, বাচ্চা যদি অসুস্থ হয় কিভাবে বুঝেন যে বাচ্চা অসুস্থ?

উওরদাতা: বাচ্চা অসুস্থ হলে বাচ্চার মুখটা ছোট হয়ে যায়, কিছু খাওয়া দাওয়া করে না , শরীরটা দুর্বল দুর্বল মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান করে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঐ সময় বুঝা যায় যে ওর শরীরটা খারাপ লাগতেছে।

প্রশ্নকর্তা: খারাপ লাগতেছে ।

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: আর যদি ধরেন আপনার হাসবেন্ড অসুস্থ হয় তাহলে কিভাবে বুঝেন?

উওরদাতা: হাসবেন্ড অসুস্থ হলে তো , হাসবেন্ড আমার সাথে বলে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: যে আমার এরকম লাগতেছে । ঐরকম লাগতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উওরদাতা: খারাপ লাগতেছে আমার।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: ঐসময় আরকি উনার চিকিৎসা নেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর শাশুড়ী বা আপনি নিজে---

উওরদাতা: শাশুড়ী ও বলেন, শাশুড়ী আমার নিজেরটা তো আমি বুঝি -

প্রশ্নকর্তা: বুঝেন।

উওরদাতা: যে আমার এরকম লাগতেছে , ঐসময় আমি কিভাবে একটা স্যালাইন গুলায় খাইয়া ফালাই ।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা আচ্ছা । এটা বললেন দুর্বলতা থেকে।

উওরদাতা: হ্যা দুর্বলতার জন্যই এরকম হয় আমার।

প্রশ্নকর্তা: জি।

উওরদাতা: আমার রক্ত শূণ্যতা আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আর যদি ইয়ে হয় আপনার শাশুড়ী হয়?

উওরদাতা: শাশুড়ী হলে তো শাশুড়ী আমারে বলে যে আমার এরকম লাগতেছে আমারে কিছু কর। ঐসময় উনারে একটা শরবত বানায় দেই নাইলে একটা স্যালাইন গুলায় দেই খাওয়ার পরে বিকেলে ডাক্তার বসেতো পাঁচটার পরে ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: তো ঐসময় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ঐখানে সবাই উনার ব্যবস্থা দিলে আমরা চিকিৎসা চালাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: তো তখন সুস্থ হয়ে যায় দুই একদিন পরে সুস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তাইলে আপা এইযে মানে এইযে যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তাইলে প্রায় সময় আপনারা মানে কোন ডাক্তারের কাছে যান বেশীর ভাগ সময়?

উওরদাতা: বেশীর ভাগ সময় আমরা , সবসময় নজরুল ইসলাম ।

প্রশ্নকর্তা: উনি একজন ডাক্তার ।

উওরদাতা: হ্যা ঐএকজনই । নাভা ফার্মেসির ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কত বছর দেখাচ্ছেন আপা?

উওরদাতা: আজকা আমার বিয়ে হইসে মনে করেন ষোল বছর চলতাছে । ষোল বছর ধরে আমরা ঐ ডাক্তারের কাছেই, এর আগে থেকেই আমার শাশুড়ীর ডাক্তার দেখায়।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি কোন ছোটখাট প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যান নাকি বড় ধরনের--?

উওরদাতা: না না বড় ধরনের ছোট ধরনের সব ধরনের মানে উনা, উনার ঐডাক্তারের হাতে যতক্ষন আছি আমরা তখন বলবে যখন না পারবে তখন উনি বইলা দিব এইখানে যান ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঠিক আছে ?

প্রশ্নকর্তা: উনি কোন ফার্মেসিতে বসে বললেন আপনি?

উওরদাতা: এই নাভা ফার্মেসি । এই রেলস্টেশন ।

প্রশ্নকর্তা: নাপা?

উওরদাতা: নাভা ।

প্রশ্নকর্তা: নাভা?

উওরদাতা: নাভা ফার্মেসি ।

প্রশ্নকর্তা: নাভা ফার্মেসি ও আচ্ছা আচ্ছা । তাইলে সেকি মানে ইয়া পাশ করা ডাক্তার বলছেন?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা পাশ করা ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা: কি তার পড়াশুনা কি তার?

উওরদাতা: পড়াশুনা উনার কাগজ আছে দেখলেই বলতে পারবেন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে মানে সরকারী বড় ডিগ্রি ধারী ?

উওরদাতা: হ্যা বড় ডিগ্রি ধারীই ।

প্রশ্নকর্তা: বড় ডাক্তার আচ্ছা ।

উওরদাতা: কালিগঞ্জ একটা হাসপাতালের ডাক্তার উনি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে অনেকতো আমরা দেখি গ্রামে গঞ্জে পন্ডিতি চিকিৎসক আছে ।

উওরদাতা: না না এসবে আমরা মনে করেন পাশ করা ডাক্তার ছাড়া দেখাইনা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে তো এখন তার কাছে যে আপনার যেতে হবে এই সিদ্ধান্তটা আপনার পরিবার থেকে কে নেয়?

উওরদাতা: কে নেয় মনে করেন আমার শাশুড়ীই নেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: যে ডাক্তারের কাছে যাও।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উওরদাতা: যেয়ে চিকিৎসা কর দেখাও যায়া ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: তো আমরা আল্লাহ রহমতে উনার হাতে গেলেই আমরা সুস্থ ।

প্রশ্নকর্তা: না না ধরেন এইযে সিদ্ধান্তটা কি শাশুড়ীই সবসময় দেয়? ধরেন আপনার হাসবেন্ড অসুস্থ হল বা ----

উওরদাতা: হ্যা হ্যা হ্যা এটা আমার শাশুড়ীর সিদ্ধান্তই ।

প্রশ্নকর্তা: বাচ্চা হল । শাশুড়ীই ?

উওরদাতা: হ্যা শাশুড়ীই ।

প্রশ্নকর্তা: না বাচ্চার বাবা দেয়?

উওরদাতা: না শাশুড়ীর সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত ।

প্রশ্নকর্তা: শাশুড়ী দেয় সবসময়?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: উনি যানায় না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কেন উনি জানায়? উনি---

উওরদাতা: উনি জানায় উনি মুরুব্বী উনি সংসারটা উনার হাতে চালায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: হ্যা । এজন্য উনি বলে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা উনিই সবসময় বলে ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি কোনো কোনো সময় সিদ্ধান্ত নেন? যে আমি মনে করি যে না উনাকে না দেখায় এবটা অন্য ডাক্তার দেখাবো ? বা --

উওরদাতা: না না । তার কারন আমি এ ডাক্তারের কাছে অরেক উপকার হইছি আমার অসুস্থর জন্য অনেক উপকার হইছি উনার আমরা অনেক বিশ্বাস করি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: উনার ঔষুধও খুব ভালো মতে কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এজন্য আমরা উনারে বিশ্বাস করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: উনার কাছেই যাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো মানে যখন ডাক্তারের কাছে যান আপা; যখন ডাক্তারের কাছে যান তখন কি একা যান নাকি পরিবার থেকে আর কেউ যায় সাথে ?

উওরদাতা: কেউ যদি অসুস্থ থাকে তো উনাকে নিয়া, উনাকে নিয়া যাই ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: আর আমি সাথে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এ্য --

উওরদাতা: মানে আমার শাশুড়ী অসুস্থ থাকলে আমি সাথে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: আমার স্বামী অসুস্থ থাকলে আমি সাথে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: বাচ্চারা অসুস্থ থাকলে আমি যেদি আবার আমি অসুস্থ থাকলে আমার শাশুড়ী সাথে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: ও । আচ্ছা। সুন্দর ইয়া।

উওরদাতা: হ্যা মানে ই আমাদের পরিবারটা খুব সুন্দর জিনিস আছে ।

প্রশ্নকর্তা: না না খুবই ভালো , খুবই ভালো ।

উওরদাতা: হ্যা

প্রশ্নকর্তা: হ্যা । তো এখন যেটা আর একটু যানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি কেন আপনি মানে এই ডাক্তারটার কাছে যাওয়া সিদ্ধান্ত নেন যে মানে ----

উওরদাতা: মানে ঐ ডাক্তার

প্রশ্নকর্তা: আরোতো আপনার এখানে সরকারী হাসপাতাল আছে বা -----

উওরদাতা: সরকারী হাসপাতালে যাই যখন এই ডাক্তারটাকে না পাই ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ঐসময় আমরা সরকারী , সরকারী ডাক্তারের কাছে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: সেক্ষেত্রে ।

প্রশ্নকর্তা: প্রাইভেট ক্লিনিক বা অন্য কোনো হসপিটালে কি যান আপনারা?

উওরদাতা: না। ঐরকম বড় ধরনের কিছু না হলে যাই না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে এধরেন বিগত যদি আমরা কয়েক মাস বা কয়েক বছরের কথা চিন্তা করি আপনারা কতবার সরকারী হাসপাতালে গেছেন? কতবার প্রাইভেট----------

উওরদাতা: মনে করেন আমার মেয়েটা যখন, আমর মেয়েটা হইসে সিজারে ঐসময় আমরা সরকারী মেডিকেলে গেছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: ঐখানে সিজার করা হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: এইযে পঞ্চাশবেড(------ ১৪: ০২-----) যেটা হাসপাতাল?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ঐটা তে গেছেন ঐখানে আপনার সিজারটা হইছে ।?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আর এমনে অন্যকোনো?

উওরদাতা: এমনে ছোট ছেলেটা সিজার করছে আবেদা।

প্রশ্নকর্তা: আবেদা মেমোরিয়াল হাসপাতাল।

উওরদাতা: আবেদা মেমোরিয়াল হাসপাতাল। হ্যা । ঐখানে ।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে আপনারা কি বেশীর ভাগ সময় সরকারী হাসপাতালে যান? প্রাইভেট ক্লিনিক ----

উওরদাতা: না না বেশীর ভাগ সময় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: মানে যখন ঐ ডাক্তারটা উপস্থিত না থাকে ঐসময়কা আমাদের বাধ্য হয়ে সরকারী হাসপাতালে যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: তখনকি প্রাইভেটে যান না সরকারী তে?

উওরদাতা: সরকারীতেই যাই ।

প্রশ্নকর্তা: সরকারীতে যান?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কেন সরকারী হাসপাতালে যান?

উওরদাতা: সরকারীতে যাই ওখানে আমাদের লোক -- (আম্মু এমন করে না ঐরুমে যাও , ঐরুমে যাও)

প্রশ্নকর্তা: কেন সরকারী হাসপাতালে যান? এ্য যেটা বলতেছিলাম এযে সরকারী হাসপাতালে যান মানে ঐ নজরুল ডাক্তারকে যদি না পান হ্যে ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: ও একটা চেম্বারে দেখান প্রাইভেটলি দেখান যদি না পান তো আপনারা বলতেছেন সরকারী হাসপাতালে যান, তাইলে আপনার এখানে টঙ্গিতে আমি দেখলামযে অনেকগুলো প্রাইভেট ক্লিনিক বা হসপিটাল আছে এবং সরকারী হাসপাতালও আছে । ---

উওরদাতা: সরকারী হাসপাতালে মনে করেন আমাদের নিজেদের একটা লোক আছে , আমার এক দেবর আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: ওর বাবার বন্ধু , মানে মনে করেন ওনার কাছে গেলে ভালো ডাক্তারের কাছে নেয় বা ঔষুধপত্র চিকিৎসা আমরা ভালো পাই।

প্রশ্নকর্তা: ভালো পান ।

(১৫ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

উওরদাতা: হ্যা এজন্য আমরা টঙ্গি হাসপাতালে যাই।

প্রশ্নকর্তা: আর কোনো কারন কি আছে ? মানে আর্থিক বা ---------

উওরদাতা: না । না । না ।

প্রশ্নকর্তা: টাকা পয়সার কোনো ?

উওরদাতা: না । আর কোনো , আর কোনো কারন নাই শুধু ঐকারনেই ।

প্রশ্নকর্তা: একটা কারনেই?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তো ঐখানে মানে যারা ডাক্তার আছে তারা কেমন? আপনার কাছে কি মনে হয় ডাক্তারগুলা কেমন?

উওরদাতা: না মোটামুটি ভালই খারাপ না ।

প্রশ্নকর্তা: ভাল খারাপ না , নাহ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আর ঐখানে দেখাইতে কি কোন সমস্যা বা কোন বাধা কি------

উওরদাতা: না না না । কোন বাধা কোন সমস্যা কিচ্ছু না ।

প্রশ্নকর্তা: যে কে, ঐলোক আছে?

উওরদাতা: হ্যা । ঐলোক থাকাতেই--

প্রশ্নকর্তা: উনি উনি হেল্প করে ?

উওরদাতা: হ্যা , উনি আমাদের হেল্প করে এযে কালকে আমার ছেলেকে ভর্তি করাইছি।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ছুটির আগ পর্যন্ত উনি ছিল আমাদের সাথে ।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা ।

উওরদাতা: উনি কথাবার্তা বলছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে সবসময় উনি থাকে ------?

উওরদাতা: হ্যা সবসময় আমরা ফোন দিলেই উনি আসবো কথা বলব। বলব ভাবী আসেন আমি আছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: খুব সাহায্য করে আমাদের।

প্রশ্নকর্তা: তো এ্য এখন ঐযে যে নজরুল ডাক্তারকে দেখান উনি কোন প্রেসকিপশন কি দেয়?

উওরদাতা: হ্যা । প্রেশকিপশন দেয়।

প্রশ্নকর্তা: সব সময় কি দেয়?

উওরদাতা: সবসময় দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: দেয়? সবসময় না?

উওরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হলে পরীক্ষা লেখে , পরীক্ষা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । আর তো এখন আপা যেটা যানতে চাচ্ছি যে, এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে হ্যেয়?

উওরদাতা: জি বলেন ।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন এ্য যেমন ধরেন আমরা যদি বলি যদি কোন ঔষুধের দরকার হলে আপনি সাধারনত কোথায় যান ? ঔষুধ কিনার জন্য? ধরেন ঔষুধ কিনতে হলে ---?

উওরদাতা: ঔষুধ মনে করেন এই নজরুল ডাক্তার যেই ঔষুধটা দেয় ঐখানে উনার ফার্মেসিতেই পাওয়া যায়, নাভা ফার্মেসি এখান থেকেই আমরা ঔষুধটা নেই ।

প্রশ্নকর্তা: বেশীর ভাগকি নাভা ফার্মেসি থেকেই আনেন?

উওরদাতা: হ্যা বেশীর ভাগই, সবসময়ই নাভা ফার্মেসি থেকেই নেই । সবসময় সব মানে সব ঔষুধ উনাদের কাছে পাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো এইযে ঔষুধযে নাভা থেকে আনবেন ঐফার্মেসি থেকে আনবেন এই ডিসিশনটা সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উওরদাতা: ঐটা আমরাই নেই।

প্রশ্নকর্তা: পরিবার থেকে কে জানায় মেইনলি?

উওরদাতা: হ্যা পরিবার থেকে এইযে আমার শাশুড়ী , আমি , আমার স্বামী মানে ঐখানেই সবকিছু পাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এখানের মধ্যে, স্টেশনের মধ্যে এই দোকানটাই বড় সবকিছু পাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ঐজন্য ঐখানেই যান?

উওরদাতা: হ্যা ঐখান থেকেই আনা হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । হ্যা তো হচ্ছে মানে খরচ কেমন আপা ঔষুধের ঐখানে?

উওরদাতা: মোটামুটি বেশী না ।

প্রশ্নকর্তা: বেশী না ?

উওরদাতা: সীমিতই ।

প্রশ্নকর্তা: সীমিত ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো যেটা হচ্ছে যে মানে এমন কি মনে হইছে কোন সময় যে, যে ঔষুধ গুলা ডাক্তাররা লেখে সেগুলা তুলনা মুলক ভাবে দাম একটু বেশী বা তাদের কষ্ট হয় কম------?

উওরদাতা: না না না এরকম তো এখনো পাই নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিকের একটু দাম বেশিই হবে । ওটা ওটা দাম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো এখন আপা পরিবারের আপনার ফেমিলি থেকে মানে কে সর্বশেষ ঐ ইয়াতে গেছিল যে, মানে ঔষুধ কিনার জন্য । ফার্মেসিতে গেছিলেন?

উওরদাতা: ফার্মেসিতে তো কালকে রাত্রেও আমি গেছি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি গেছেন?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । ও বাচ্চার ডাইরিয়ার না?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঐখান থেকে ঔষুধ নেন । হ্যা । কি ঐ ডাইরিয়ার সমস্যার জন্য না?

উওরদাতা: হ্যা । ডাইরিয়ার সমস্যার জন্য , আমার সাথে শাশুড়ীর ঔষুধের জন্য গিয়েছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা: শাশুড়ীর ঔষুধের জন্য। আচ্ছা মানে এযে দোকান থেকে ঔষুধ কিনেন আপা ঐখানে কিধরনের ঔষুধ আছে আপা ? মানে এন্টোবায়োটিক বা --

উওরদাতা: এন্টোবায়োটিক সব ধরনের ঔষুধ আছে । সব ধরনের ঔষুধ পাবেন ।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি গরু ছাগলের কোন ঔষুধ বা পশুর---?

উওরদাতা: না না না । পশুর --

প্রশ্নকর্তা: শুধু মানুষের?

উওরদাতা: মানুষের পাওয়া যায় ওখানে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। এটা বললাম এজন্য আপা আমরা গ্রামে এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে কিছু ফার্মেসি আছে যারা দুই ধরনের ঔষুধই রাখে বিশেষ করে গবাদী পশু পাখির জন্য।

উওরদাতা: ঐ ঐরকম ঔষুধের জন্য আমরা কখনো যাই নাই ঐখানে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: পশু হাসপাতাল আছে , পশু হাসপাতাল আছে ঐখানেই যাই ।

প্রশ্নকর্তা: মুরগীর অসুখ বিসুখের জন্য?

উওরদাতা: ঐযে পশু হাসপাতাল আছে এখানে ।

প্রশ্নকর্তা: ঐখানে ? আচ্ছা । এটা আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে, আচ্ছা এখন যেটা আপনি একটু বলেন যে এন্টোবায়োটিকটা কি ? আমরা তো বারবার বলি যে এন্টোবায়োটিক এন্টোবায়োটিক , হ্যা এন্টোবায়োটিক জিনিসটা আসলে অসুখ------?

উওরদাতা: ঐটা ভাইরাস জাতীয় না? ভাইরাস কিছু হলে তো ঐটা এন্টোবায়োটিক খাওয়া হয় । যেমন আমার জরটা থামতেছে না ঐ সময়তো একটা এন্টোবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: ঐ সাধারন ঔষুধের সাথে একটা এন্টোবায়োটিক , এ সিরাপের সাথে একটা এন্টোবায়োটিক দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: কেন দেয়?

উওরদাতা: কেন তো সেটাতো ভাইয়া , এটা ডাক্তারে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তারে দেয়?

উওরদাতা: হ্যা । কমার জন্য।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কাছে মানে কি মনে হয়? সাধারন ঔষুধ আর এন্টোবায়োটিক এই দুইটার মধ্যে কোন ডিফারেন্স--

উওরদাতা: পার্থক্য ? হ্যা পার্থক্য তো আছে তো ।

প্রশ্নকর্তা: কি পার্থক্য ?

উওরদাতা: সাধারন ঔষুধটা আপনের সারে না সহজে সারে না ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: সাথে যদি একটা এন্টোবায়োটি দেয় মানে ভাইরাসটা সরাই গেলেই এন্টোবায়োটিক দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: রোগ কি শুধু ভাইরাসের কারনে হয় নাকি অন্য অন্য কোন কারনেও হয়?

উওরদাতা: নোংরা আরর্জনা এগুলো থাকা মতোই তো এগুলো হয়।

প্রশ্নকর্তা: যেমন জীবানু ভাইরাস--

উওরদাতা: হ্যা হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: যদি আমরা জীবানু-----

উওরদাতা: যেমন হাফ আছে হাত ধুয়ে ভাত খায় না ।

প্রশ্নকর্তা: হু হু ।

উওরদাতা: হাত ধুয়া খায় না । সবসময় আমি তো আমি খেয়াল রাখতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: জি । জি।

উওরদাতা: যেমন একারনে ডাইরিয়া হয়ে জায়গা । অসুস্থ হয়ে পরে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তাইলে এন্টোবায়োটিককে বলতেছেন যে এটা ভাইরাস বা জীবানু মারার জন্য এটা ব্যবহার হয় না?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কাজ করে । আর কি কি জন্য কাজ করে আপা ?

উওরদাতা: সেটা ভাই আমি বলতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: তবু একটু যদি চেষ্টা করে দেখেন আপা? মানে --

উওরদাতা: না ওরকম আমার ইনাই আমি কিভাবে বলব?

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তাইলে প্রথমে ডাক্তাররা কি দেয়? এন্টোবায়োটি দেয় সরাসরি?

উওরদাতা: না না না। সরাসরি এন্টোবায়োটিক দেয় না সরাসরি এই সাধারন ঔষুধটাই দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: যেমন সাধারন ঔষুধ কি দেয়?

উওরদাতা: সাধারন ,; মনে করেন জর আমার জর ঐসময় আমাকে নাপা দিল অথবা এইচ ট্যাবলেট দিল, এইচ ঔষুধ দিল।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: সিরাপটা দিল ঐটা না খায়া ভালো হইলে তারপরে আর একটা ব্যবস্থা দেয় । ঐসময় এন্টোবায়োটিকটা ব্যবহার করা হয় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটাকি সেকেন্ড টাইম বলতেছেন যে?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা সেকেন্ডটাই । প্রথম টাইম সাধারন ঔষুধ দিবে ।

প্রশ্নকর্তা: প্রথমে কেন এন্টোবায়োটিকটা ব্যবহার করতেছে না ডাক্তাররা? এযে দিচ্ছে সেকেন্ড টাইম কেন?

উওরদাতা: ঐটা মনে করতেছে যে ভাইরাস ছড়ায় গেছে গা এটা এন্টোবায়োটিক ছাড়া কাজ হবে না , ঐসমগাইতো এন্টোবায়োটিকটা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা । মানে কয়েকটা অসুখের বলতে পারবেন যে এন্টিবায়োটিক লাগে যে এই অসুখ গুলোতে সাধারনত এন্টিবায়োটিক দেয়?

উওরদাতা: যেমন জর।

প্রশ্নকর্তা: জি।

উওরদাতা: ঠান্ডা , নিউমোনেয়া হয়ে গেলে এন্টিবায়োটিক দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: তারপরে মনে করেন পাতলা পায়খানার সময় একটা এন্টিবায়োটিক দেয় । জিমেক্স ঐটাতো এন্টিবায়োটিকই ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: হ্যা । এরকমই । এর বেশী আমার জানা নেই ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে জর তারপরে পাতলা পায়খানা ঠান্ডা বললেন আর অন্য কোন অসুস্থতা --

উওরদাতা: আর--

প্রশ্নকর্তা: যেমন সিজার হয়ার পর আপনার কোনো এন্টিবায়োটিক দিছে ?

উওরদাতা: হ্যা দিছিল । এন্টিবায়োটিক দিছিল --

প্রশ্নকর্তা: দিছিল?

উওরদাতা: সে ঘাও শুকানোর জন্য ব্যথা কমানোর জন্য।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে আমরা কি বলতে পারি ঘা শুকানোর জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়?

(২০ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

উওরদাতা: সেটাতো ভাই আমি যানি না ঐটা ডাক্তাররা বলতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তাইলে আর অন্য কি কাজে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়?

উওরদাতা: আর জানি না কি কাজে দেয়। আমার জানা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এন্টিবায়োটিক শরীরে যে যায় আপা শরীরে ঢুকার পরে ঐটা কিভাবে কাজ করে মানে কি জিনিসটা ভালো করে এটা একটু বলতে পারবেন?

উওরদাতা: না ঐটা আমার জানা নাই ভাই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে ধরেন এইযে যেকোন ঔষুধ ---

উওরদাতা: মনে করেন আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম আমারে ডাক্তারে দিল আমি খাইলাম এতটুকুই পর্যন্ত এর উপরে আমি কিছু জানি না ।

প্রশ্নকর্তা: তা বুঝছি , সাধারন মানুষ হিসেবে আমাদের একটা ধারনা যাস্ট এমনে একটা ধারনা যে এন্টিবায়োটিকটা খেলাম খাওয়ার পরে এটা আমার শরীরে ঢুকে নিশ্চই একটা ভালো কাজ করতেছে নাইলে আমার অসুখ ভালো হবে কেমনে?

উওরদাতা: হ্যা এরকম, এরকম হয়তো ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে ও শরীরে ঢুকে কি করতেছে কাকে মারতেছে বা কি করতেছে ?

উওরদাতা: ভাইরাসটা সরাইতাছে ।

প্রশ্নকর্তা: ভাইরাসটা?

উওরদাতা: এটাই মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এটাই মনে হয়?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা শরীরে মানুষের রোগ কি শুধু ভাইরাসের কারনে হয়? অন্য আরো ব্যাকটেরিয়া বা এধরনের কোন ইয়া -------

উওরদাতা: ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস জাতীয় তো ।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো জন্য?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আর কি আছে এ ধরনের ? এগুলোতো আমরা পড়ছি ছোট কালে ।

উওরদাতা: ছোটকালে পড়ছি এখন আমার মেমরীতে এগুলি নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আচ্ছা । না তার পরেও অনেক সুন্দর বলছেন আপা অনেক ভালো বলছেন । হ্যা তাইলে আমরা আর একটু আগাই সেটা হচ্ছে যে এইযে ঔষুধগলো বা কোন জায়গা থেকে পান ঐযে ফার্মেসি যেটা বললেন নাভা --

উওরদাতা: হ্যা নাভা ফার্মেসি ।

প্রশ্নকর্তা: ঐখানেই পান না?

উওরদাতা: হ্যা ঐখানেই।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে কি আনতে হয়?

উওরদাতা: না না । ঐখানেই পাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তার এইযে আপনার বিয়ে হইছে কয়েক বছর এর মধ্যে যে ঔষুধ দিছে সবইকি নাভা থেকে আনছেন?

উওরদাতা: হ্যা নাভা থেকেই আনা হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে অন্য কোনো জায়গা থেকে কিছু -------

উওরদাতা: ঐখান থেকে মনে করেন ঐযে হাসপাতাল যখন ভর্তি হইছিলাম তখনতো হাসপাতালের ঐখান থেকেই আনা হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: কাছে ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কাছে যে ফার্মেসি গুলা?

উওরদাতা: কাছে ঐযে স্টেশন রোডের কাছে থেকেই আনা হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । আর এর পরে ? প্রায় সময় তাইলে আপনারা কোন জায়গা থেকে আনেন?

উওরদাতা: এই নাভা ফার্মেসি ।

প্রশ্নকর্তা: নাভা থেকেই । আচ্ছা । এ্য আচ্ছা । তো এন্টিবায়োটিক কিনার জন্য আপা প্রেসকিপশন কি লাগে? প্রেসকিপশন?

উওরদাতা: হ্যা । প্রেসকিপশনের মধ্যেই লেখা থাকে ঔষুধটা ঐ ঔষুধটাই যেমন আমরা নিজেরা নিজেরাই কোনো ঔষুধের সিদ্ধান্ত নেই না।

প্রশ্নকর্তা: জি জি। তাইলে নাভাতে যখন যান প্রেসকিপশন নিয়ে যাইতে হয়?

উওরদাতা: হ্যা নিয়ে যাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: মানে ডাক্তার যে সবসময় আপনাদের এন্টিবায়োটিক লেখে সেটাকি প্রেসকিপশনে লেখে?

উওরদাতা: না সবসময় লেখে না । যখন মনে করেন আমার এজিনিসটা অসুখটা হইল ঐটা ভালো না হয় ঐসময় এন্টিবায়োটিক নাইলে পরীক্ষা ।

প্রশ্নকর্তা: পরীক্ষা দেয়?

উওরদাতা: হ্যা পরীক্ষা দেয় । তার আগে এন্টিবায়োটিক দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা: তো পরীক্ষা করার পরে ধরেন এন্টিবায়োটিকটি লিখলো ঐটাকি প্রেসকিপশনে লেখে দেয়?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: না এমনি বলে দেয়?

উওরদাতা: না না না । প্রেসকিপশনে লেখে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: নজরুল ডাক্তার--

উওরদাতা: প্রেসকিপশন ছাড়া উনার মুখে কোনো ঔষুধ নাই ।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা আচ্ছা । যেহেতু ভিজিট নিচ্ছে এবং সে পাশ করা ডাক্তার এজন্য সে --

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: দিচ্ছে না ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: যি আপনে আপা যে এন্টিবায়োটিক যেটা কিনেন কোন নিদিষ্ট এন্টিবায়োটিক এর প্রতি আপনার কোন দুর্বলতা আছে যে এন্টিবায়োটিকটা আমার ভালো লাগে? আমি এটা কিনি?

উওরদাতা: না এরকম কোনো দুর্বলতা নাই আমার ।

প্রশ্নকর্তা: বা এন্টিবায়োটিক এইটা আমার কাছে ভালো লাগে আমি এইটা খাব ।

উওরদাতা: না এরকম কোনো দুর্বলতা নাই ডাক্তার যদি মনে করে এন্টিবায়োটিক খাওয়া দরকার ঐসময় আমি এন্টিবায়োটিক খাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তাইলে আপনি কি আপা মনে করতে পারেন যে শেষবার আপনাকে যে এন্টিবায়োটিক দিছে যে যেমন; যে বলছেন আপনার ছোট বাচ্চাকে দিছে গতকাল ওর জন্য দিছে না কতগুলো ছিল ? কতগুলো এন্টিবায়োটিক দিছে ?

উওরদাতা: কতগুলো না একটা সিরাপ দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: ও একটা সিরাপ দিছে ও যেহেতু বাচ্চা । আচ্ছা তো দিনে কয়বার করে খাওয়াইতে বলছে ?

উওরদাতা: একবার খাওয়াইতে বলছে ।

প্রশ্নকর্তা: একবার। সকালে না কখন এটা?

উওরদাতা: সারাদিনে একবার যখনই হয় ।

প্রশ্নকর্তা: সারাদিন ?

উওরদাতা: হ্যা । সারাদিনে একবার একটাইমে।

প্রশ্নকর্তা: তো এটা কিনার জন্য কোনো প্রেসকিপশন লাগছিল? প্রেসকিপশন দিছিল ।

উওরদাতা: হ্যা । প্রেসকিপশন তো দিছিল কাগজ দিছিল।

প্রশ্নকর্তা: কত টাকা নিছিল ঔষুধের দাম আপা?

উওরদাতা: ঔষুধ দুইটা সিরাপ কিনছিলাম তো দুইটা ঔষুধ আর কেনালগ মিলায়া দুইশ পয়ত্রিশ টাকা রাখছে ।

প্রশ্নকর্তা: শুধু এন্টিবায়োটিকটার দাম কেমন?

উওরদাতা: একশ পয়ত্রিশ ।

প্রশ্নকর্তা: একশ পয়ত্রিশ ?

উওরদাতা: পয়ত্রিশ পয়ষট্টি টাকা ।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনিযে আপা ধরেন একটা মধ্যবিত্র ফেমিলি আপনারা আপনার কাছে কি মনে হয় ঔষুধটার দাম বেশী না কম?

উওরদাতা: বেশীইতো আমার কাছে বেশী না ? একশ পয়ত্রিশ টাকাতো আমরা কিনতে পারছিতো এরকম লোক আছে তো কিনার মত ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: পয়সা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা সেটাই । তো সেক্ষেত্রে মানে আপনার একটা পরামর্শ যদি আমরা চিন্তা করি , কি করা যায় এজন্য ভবিষ্যতে যে মানে আপনার যদি একটা -----

উওরদাতা: এ ঔষুধ এগুলোর দামটা একটু কমায় দিলে চিকিৎসাটা করতে মানুষের জন্য সুবিধা হইত ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি জি । এটা ভালো হয় না?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: যেমন ভিজিটের টাকাটা জোগার করতে পারলে ঔষুধের টাকাটা জোগার হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো ঔষুধ যেটা আনছেন ঐটা কি খাওয়াচ্ছেন এখনো আপা ?

উওরদাতা: হ্যা খাওয়াচ্ছি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটাকি আপনে ও ধরেন আজকেতো গতকাল থেকে ওর ডাইরিয়া সাতদিনের জন্য দিছে এটা কয়দিন খাওয়াবেন আপা?

উওরদাতা: এটা মনে করেন আমার বাচ্চাটার টয়লেটটা বন্ধ হয়ে গেলে আমি খাওয়া অফ করে দিব।

প্রশ্নকর্তা: তো ধরেন এটা যদি টয়লেট টা ধরেন চারদিনের মাথায় বা পাঁচ দিনের মাথায় বন্ধ হয়ে গেল তাইলে আপনি খাওয়া বন্ধ করে দিবেন?

উওরদাতা: হ্যা এরকমইতো করি আমি ।

প্রশ্নকর্তা: সবসময় এরকম করেন?

উওরদাতা: সবসময় এরকম করি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে ডাক্তার যেকয় দিন খাইতে দিছে --

উওরদাতা: মানে এন্টিবায়োটিকটা খাওয়াতো ক্ষতি কর এটাতো আমি যানতেছি তো এতো ঔষুধটা খাওয়াইতিছি ছেলের অসুস্থতার জন্য কিন্তু সুস্থ হয়ে গেলেতো ঐটা আর আমার খাওয়ানোর প্রয়োজন মনে করি না ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু ঐযে সাতদিনযে ডাক্তার লেখছে কিন্তু আপনিতো খাওয়াচ্ছেন না মানে চারদিন বা পাঁচদিন । তাইলেযে মানে আপনিযে খাওয়াচ্ছেন না আপা চারদিন বা পাঁচদিন প্রায় সময় কি এটা করেন? মানে সুস্থ হয়ে গেলে বন্ধ করে দেন?

উওরদাতা: হ্যা সুস্থ হয়ে গেলে বন্ধ করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: বন্ধ করে দেন ।

উওরদাতা: হ্যা সুস্থ হয়ে গেলে বন্ধ করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু কোর্স যে কমপ্লিট হচ্ছে না আপা এজন্য কোনো সমস্যা হইতে পারে?

উওরদাতা: এরকম এরকম ওর হইছে ই অসুখটা বাড়তে পারে , দেখা দিতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: বাঁচতে পারে মানে?

উওরদাতা: দেখা দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: আবার দেখা দিতে পারে ।

উওরদাতা: এরকম মনে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: মনে হয় কিন্তু এটাতো আপনি বুঝতেছেন ।

উওরদাতা: কিন্তু আল্লাহ রহমতে এরকম হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হয় নাই ?

উওরদাতা: হয় নাই এখনো ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু এটাতো আপা আপনি বুঝতেছেন যে আবার আসতে পারে বা অসুখটা আবার নতুন করে হতে পারে বা বাঁচতে পারে আপনি যেটা বলতেছেন? হ্যেয় ?

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে আপনি খাওয়াচ্ছেন না কেন ছয়দিন বা সাতদিন যেটা কোর্স ? তাইলে যেটা বলতেছিলাম বলতেছিলাম আপনার যেটা বলতেছিলেন যে ভালো হয়ে গেলে ঔষুধটা আর খাওয়ান না হ্যেয়? যে কয়দিন অসুস্থ থাকে সে কয়দিন --

(২৫ মিনিট ০৬ সেকেন্ড)

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক বা ঔষুধটা খাওয়ান । তাইলে আপা আপনেতো বুঝতেছেন যে মানে ও ভালো হয়ে গেছে বা ঔষুধটা যদি না খাওয়াই তাইলে অসুখটা আবার হইতে পারে বা ভাসতে পারে যেটা বলতেছিলেন, তাইলে কেন খাওয়ান না আপা? এটা যদি একটু খুলে বলেন ।

উওরদাতা: খাওয়াই না মনে করেন সুস্থ বাচ্চা সুস্থ থাকলে ঐটা খেয়াল থাকে না খাওয়াইতে মনে আগে খেয়াল হয়ে জায়গা ঐ জিনিসটা খাওয়াইতে পাই না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আগ্রহ থাকে না ঐটা খাওয়ানোর জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আপনিতো বঝিতেছেন যে রোগটা আবার হতে পারে, তাইলেও জেনে শুনে কেন খাওয়াচ্ছেন না? একটা হচ্ছে বললেন আলসেমী বা মনে থাকে না

উওরদাতা: হ্যা । হ্যা হ্যা মানে আগ্রহ থাকে না খাওয়ানোর জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: আগ্রহ থাকে না । কেন আগ্রহটা হটাৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন ?

উওরদাতা: ওটা মনে করেন বাচ্চা সুস্থ দেখলে আর আগ্রহটা চইলা যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো অ্য মানে এইযে আগেও অসুস্থতা ছিল বা এরকম কোন সমস্যা হইছিল ছোট বাচ্চাটার বা আপনার বাড়ির-----

উওরদাতা: না না আল্লাহ রহমতে কোন সমস্যা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আর কোনো সমস্যা নাই ?

উওরদাতা: না না ।

প্রশ্নকর্তা: আর নিজের নিজের জন্য কোন সময় আপা এন্টিবায়োটিক কিনছেন । নিজেম্ব জন্য কোন সময়?

উওরদাতা: কার আমার জন্য?

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: হ্যা আমার জন্য তো ক্যাপসুল দিত ঐযে বাচ্চা সিজারের সময় ক্যাপসুল খাইতাম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা মানে কি এন্টিবায়োটিক যখন আপনারা , মানে কিনছেন হ্যা কিনে যে একটু আগেও বললেন যে সুস্থ হয়ে গেলে আমরা আর এন্টিবায়োটিক খাচ্ছি না সেটা রেখে দি । এন্টিবায়োটিক ঔষুধটা কি ঘরে রাখেন না কি করেন?

উওরদাতা: না না না । এন্টিবায়োটিক ঔষুধ এক সাপ্তাহ টাইম থাকে বেশী টাইম থাকে না সময়টা ঐরকম থাকে না ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি বাচ্চাদেরকে যে সিরাপের ?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা সিরাপের ক্ষেত্রে ।

প্রশ্নকর্তা: আর যেগুলা ট্যেবলেট?

উওরদাতা: আর ট্যেবলেটতো ঐটা কমায়ই লেখে দেয়, দুইদিন তিনদিন কি ভালো হয়ে গেলে ব্যাথা কমে গেলে আর খাইয়ো না । এরকম থাকে লেখা ।

প্রশ্নকর্তা: থাকলে ঐটাকি ঘরে রাখেন নাকি ?

উওরদাতা: না ঐটা চেঞ্জ করে দেয় আবার। মনে করেন এ ঔষুধটা আমার এখন লাগবে না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: ঐ জিনিসটা আমি চেঞ্জ করে অন্য ঔষুধ নিয়ে আসি । যেটা আমার লাগবে ।

প্রশ্নকর্তা: ও ।

উওরদাতা: এরকম

প্রশ্নকর্তা: চেঞ্জ করে দেয়?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: সবসময় কি চেঞ্জ করে দেয়? যেমন আপনি ----

উওরদাতা: হ্যা সবসময় । কারন ঐখান থেকে আমরা সবসময় কিনি ঐখানের ডাক্তার দেখাই । আমাদের ------

প্রশ্নকর্তা: তো ঘরে কিছু রাখেন না , যে আমি যদি অসুস্থ হই বা আমার হাসবেন্ড আবার --

উওরদাতা: না না না । মানে আমার দোকানতো কাছেই, বাড়ির কাছেই আমার কোন ঔষুধ কিনা লাগে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আচ্ছা । মানে তাইলে সবসময় কি চেঞ্জ করে নিয়ে আসেন ঔষুধটা?

উওরদাতা: হ্যা । মানে থাকলে চেঞ্জ কইরা না থাকলে তো নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আর যদি যেটা বললেন যে সুস্থ হয়ে যাই সুস্থ হওয়ার পরে ---

উওরদাতা: হ্যা সুস্থ হওয়ার পর মনে করেন জিনিসটা লাগতেছে না , ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে যদি বলে যে না লাগবে না আর , খাওয়া লাগবে না এই জিনিসটা ঐটা আরকি খাওয়া লাগবে না ঐটা ঐখান থেকে চেঞ্জ করে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: যে চেঞ্জ করে অন্য ঔষুধ লেইখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আচ্ছা । আচ্ছা । তো তারা যে খাওয়ার জন্য ঔষুধ গুলা দেয় ঐটা কি বলে কিভাবে খাইতে হবে বা কি করতে হবে?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা । লেখা থাকে নিয়ম লেখা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: লেখা থাকে ? ওরা বুঝায় দেয় যারা বিক্রি করে?

উওরদাতা: হ্যা বুঝায় দেয় যারা বিক্রি করে তারা কাগজে লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তা: কাগজে লেখে দেয়? কোন সময় ঔষুধের প্যাকেটে বা কোন জায়গায় কোন সময়-----?

উওরদাতা: হ্যা প্যাকেটে ও লেখা থাকে আবার মনে করেন ঔষুধের বড়িযে ট্যাবলেটের পাতার মধ্যে লেখা থাকে । আলগা কাগজ দিয়ে ঐটা পিন মাইরে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ওরা পিন মাইরে দেয়?

উওরদাতা: হ্যা ওরা পিন মাইরে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: কাগজটাকে লেখে ?

উওরদাতা: ওটা ই ফার্মেসি যে ঔষুধ বেচে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: উনি লেখ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে নির্দেশিকা কিভাবে খাবেন ?

উওরদাতা: হ্যা । কিভাবে মানে ডাক্তারের প্রেসকিপশন দেইখা উনি লেইখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: ওমা এটাতো নতুন জিনিস আমি শিখলাম আজকে ।

উওরদাতা: না খুব ভাল ।

প্রশ্নকর্তা: খুবই ভাল খুবই ভালো ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি । আচ্ছা আপা ধরেন এইযে, যে মানে পরিবারের যে অসুখ এরকম তাইলে ঘরের মধ্যে কোন ঔষুধ কি রাখেন কোন সময় ?

উওরদাতা: না ঔষুধ, ঐরকম ঔষুধ রাখা হয় না , যদি শুধু আমার শাশুড়ীর প্রেসারের ঔষুধটা থাকে ,উনার ঐপ্রেসারঔষুধটাই রাখা হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এই ।

প্রশ্নকর্তা: তো এখনকি কোন ঔষুধ আছে মানে আগে খাইছে কেউ সুস্থ হয়ে গেছে ?

উওরদাতা: ঐ গ্যাসটিকের ঔষুধ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: টেনোকেপ আছে আমার শাশুড়ীর প্রেসারের জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: জি । জি ।

উওরদাতা: এই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর আমার ছেলের সিরাপটা আছে ।

প্রশ্নকর্তা: সিরাপটা । আচ্ছা আমি শেষের দিকে একটু দেখব আপা । আচ্ছা এন্টিবায়োটিকের গায়ে আপা একটা এক্সপায়ার ডেট দাওয়া থাকে যে মেয়াদ উৎতির্ন না ? তারিখ --

উওরদাতা: হ্যা হ্যা এ ডেটটা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা এটা থাকে । এটাকি দেখে নেন সবসময়?

উওরদাতা: হ্যা দেখে নেই ।

প্রশ্নকর্তা: কে দেখে এটা ?

উওরদাতা: এটা ডাক্তার ইয়ে যে বিক্রি করে উনিও দেখে আমিও দেখি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনেও দেখেন?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: সবসময় দেখেন?

উওরদাতা: হ্যা দেখি সবসময় ।

প্রশ্নকর্তা: এ ডেটটা কেন দেয় আপা?

উওরদাতা: এ ডেটটা দেয় তো মনে করেন একটা ডেট মনে করেন এটা এক সাপ্তাহ ডেট আছে এটার পরিপরতো দেখা যায় যে এক সাপ্তাহের আগেই ডেট শেষ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উওরদাতা: ঐ সময়।

প্রশ্নকর্তা: মানে ঐটা দেখলে কি লাভ হয় ? ডেটটা যদি দেখেন আপনি?

উওরদাতা: ঐটা তো ওমা ঐটা দেখলে কি লাভ হয় ! ঐ জিনিসটা খাইয়ে যদি আমি অসুস্থ হয়ে পরি ?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: তো আমার ঐ ডেটের মধ্যে থাকলে ভালো না? এটা ডেট ওভার করে আমার খাওয়ার দরকার কি?

প্রশ্নকর্তা: ডেট ওভার হয়ে গেলে ঐটাকি খাওয়া যাবে?

উওরদাতা: নাহ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা মানে ঐটা দেখে নিলে ভালো যে মানে -----

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: খাওয়া কতদিন খাওয়া যাবে ?

উওরদাতা: খাওয়া কতদিন খাওয়া যাবে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। তো ঐযে ধরেন এন্টিবায়োটিকযে মানুষের উপকার করে আপা এন্টিবায়োটিককি কোন সময় মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উওরদাতা: ক্ষতি করতে পারে সেটাতো বলা যায় না, কিন্তু আমি ঐরকম ক্ষতি পাই নাই আর আমি সবসময় এন্টিবায়োটিক খাই না।

প্রশ্নকর্তা: এমনে ধারনা , সাধারন মানুষ হিসেবে ?

উওরদাতা: ধারনা বলতে যে এন্টিবায়োটিক যেটা ক্ষতি করেই।

প্রশ্নকর্তা: কি রকম ক্ষতি করে একটা ক্ষতি বলতেন?

উওরদাতা: এটা আমি বলতে পারি না । ভাই আমার সময় কম আমার রান্না করতে হইব ।

প্রশ্নকর্তা: না বুঝতে পারছি ।

উওরদাতা: আমার লোক আসব খাওয়ার জন্য, আমার বাচ্চা ইস্কুল থেকে আইসা পড়ব ।

প্রশ্নকর্তা: আর পাঁচ সাত মিনিট আপা । সেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক আপা যেটা আমরা বললেন যে মানুষের ক্ষতি করদে পারে যেমন একটু আগে বলতেছিলেন যে -----

উওরদাতা: ঐটা আমার ------

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক বেশী ঔষুধ খাওয়াটা ক্ষতি ।

উওরদাতা: ক্ষতিতো এটা আমরা জানি ডাক্তাররাও বলে এন্টিবায়োটিক বেশী ক্ষতি এটা তো আর এ বিষয়ে সেটা -----

প্রশ্নকর্তা: মানে কিরকম একটা দুইটা উদাহরন?

উওরদাতা: না না উদাহরনটা আমার বলার যাবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো এখন যেটা বলতেছিলাম আপা ধরেন আপনে যে, আপনি এখানেযে মুরগী গুলা পালেন হ্যেয়? তো ওগুলো জন্য কোন সময় অসুখ বিসুখ হইছিল?

উওরদাতা: হ্যা ঐযে পশু হাসপাতালে নিয়ে ঐ ঔষুধ খাওয়াই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কি সমস্যা হইছিল ঐগুলার?

উওরদাতা: ঐযে ঝিমে, ওর মুখে গোটা গোটা উঠে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: পায়খানা কি রকম চুনা চুনা করে ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: ঐজন্য ।

প্রশ্নকর্তা: তো মানে এযে কোন জায়গায় দেখান এটা?

উওরদাতা: এটা এইখানে পশু হাসপাতাল আছে চেরাগআলি ।

প্রশ্নকর্তা: চেরাগআলি তে?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এইযে সিটি সিটি পশু কি একটা জানি হাসপাতাল আছে ।

উওরদাতা: কি জানি একটা হাসপাতাল আছে।

প্রশ্নকর্তা: সরকারী না ইয়ের?

উওরদাতা: আমি কখনো যাই নাই আমার ছেলে নিয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা: একবার আমরা ----- ও আচ্ছা আচ্ছা ছেলেই নিয়ে যায় । আচ্ছা ,কে নিয়ে যায়?

উওরদাতা: ছেলে নিয়ে যায় ।

(৩০ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: কোন ছেলে বড় জন?

উওরদাতা: বড় ছেলে ।

প্রশ্নকর্তা: বড় ছেলে । তো এযে ঔষুধ কিনতে ঔষুধ কোন জায়গা থেকে কিনেন মুরগী গুলার ?

উওরদাতা: মুরগীর ঔষুধ ঐখান থেকেই দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: ফ্রি দেয় নাকি টাকা নেয়?

উওরদাতা: ফ্রি দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: টাকা?

উওরদাতা: ফ্রিই দেয় কিছু টাকা রাখে আমি সঠিক জানি না আমার খেয়াল নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো এইযে এইযে মুরগীগুলাকে যে এখানে নিয়ে যাইতে হবে এটা কে মানে সিদ্ধান্ত নেয়?

উওরদাতা: এটা আমার বাচ্চাই সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশ্নকর্তা: আর তাইলে এযে যেটা বলতেছিলাম যে ধরেন যখন যে মুরগীগুলা অসুস্থ হয় হ্যা ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: অসুস্থ হলে কি লক্ষন একটা বললেন যে গোটা উঠে গায়ের মধ্যে?

উওরদাতা: গোটা উঠে , কি ঝিমে ।

প্রশ্নকর্তা: ঝিমায় ।

উওরদাতা: চুনা চুনা পায়খানা করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । তো ঐটাই ; মুরগী যে অসুস্থ হয় এটা বুঝার পরে মানে আপনি তাইলে কে যায় বেশীর ভাগ সময় ?

উওরদাতা: আমার ছেলেই যায় আমি এগুলি দেখাশুনা আমি করি না আমার ছেলেই করে ।

প্রশ্নকর্তা: ছেলেই করে । বড় জনে করে।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: তো তার যে এখানে যেতে হবে হাসপাতালে এই সিদ্ধান্তটা ডিসিশনটা কে নেয়?

উওরদাতা: ওই নেয়।

প্রশ্নকর্তা: ওই নিজে নিজে নেয়?

উওরদাতা: ওই নিজে নিজেই নেয়।

প্রশ্নকর্তা: ওতো ছোট বাচ্চা ওকে দায়িত্ব দেয়া -------

উওরদাতা: ছোট বাচ্চা মাসাআল্লাহ দিলে ওর বুদ্ধি আছে ঐরকম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: হ্যা ওর বুদ্ধি অনেক ।

প্রশ্নকর্তা: মানে তার বাবা বা আপনি কিছু বলেন না?

উওরদাতা: না না না ।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা কিছু বলেন না । তো ঐ অসুখটাকি প্রাই সময় হয় নাকি আপা মাঝে মধ্যে?

উওরদাতা: না না মাঝে মধ্যে হটাৎ এ ।

প্রশ্নকর্তা: মাঝে মধ্যে হয় । আচ্ছা তো এই এন্টিবায়োটিক মুরগীকে কোন সময় এন্টিবায়োটিক দিছিল আপা? ঐখান থেকে হাসপাতাল থেকে ?

উওরদাতা: সঠিক খেয়াল নাই আমার ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কোন সময় প্রেসকিপশনে লেখে দিসে বা------

উওরদাতা: আমার সঠিক খেয়াল নাই ভাইয়া।

প্রশ্নকর্তা: মানে প্রেসকিপশন বা কাগজে দিসে--

উওরদাতা: না ঐ রকম খেয়াল থাকে নাতো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কাগজ দিছে ?

উওরদাতা: মনে হয় না কাগজ দেয় না মুখে বইলা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: মুখে বলে দেয়।

উওরদাতা: হ্যা কিংবা উনাদের কাছে ঔষুধ থাকলে ওটা ঔষুধটা দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: দিয়ে দেয় । তো ঐযে ডাক্তার দেখে ঐটাকি মানে পাশ করা কোন ডাক্তার?

উওরদাতা: ভাই পোনে একটা বাজে আমি আর সময় দিতে পারতেছি না ।

প্রশ্নকর্তা: একটু একটু ।

উওরদাতা: সরি ভাই । সরি ।

প্রশ্নকর্তা: পাঁচ মিনিট ।

উওরদাতা: পাঁচ মিনিট বলতে বলতে আপনি কতটা সময় নিছেন ভাই ।

প্রশ্নকর্তা: না না । পাঁচ মিনিট শেষ হয়ে গেসে আমার । তাইলে আপা এযে যেটা মুরগীর ঔষুধগুলা দেয় তাইলে সেগুলা কি মুখে বলে দেয় বলতেছেন ?

উওরদাতা: মুখে বইলা দেয় , আমি যানি উনাদের কাছে থাকলে উনারা দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । দিয়ে দেয় মানে টাকা নেয়?

উওরদাতা: টাকা নেয় মনে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: নেয় ।

উওরদাতা: সঠিক খেয়াল নাই আমার ।

প্রশ্নকর্তা: খেয়াল নাই । আচ্ছা ।

উওরদাতা: অল্প কিছু টাকা তো খেয়াল নাই ।

প্রশ্নকর্তা: অল্প কিছু । আচ্ছা সেই যারা ডাক্তারী করে তারা কি হাসপাতালের কোনো পাশ করা ডাক্তার ?

উওরদাতা: তাতো আমি যানি না । ঐ আমি কখনো যাই নাই ।

প্রশ্নকর্তা: যান নাই । আচ্ছা । আচ্ছা । তো যে ঔষুধগুলা দেয় আপা সেগুলা কি সবগুলা খাওয়ান?

উওরদাতা: হ্যা খাওয়ানো হয় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কে খাওয়ায় বাচ্চা খাওয়ায় না ----

উওরদাতা: আমার বাচ্চা খাওয়ায় আমি ধইরা রাখি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি ধইরে রাখেন আচ্ছা ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তো মানে যে ঔষুধ গুলা যে খাওয়াইছেন ঐগুলা ------

উওরদাতা: ভাইয়া আমি একটু আসি ভাতটা বসাই ----

প্রশ্নকর্তা: যেটা বলতেছিলাম যে মানে মুরগী গুলা যখন অসুস্থ হয় তাইলে আপনার বড় ছেলেই সেগুলাকে --

উওরদাতা: হ্যা আমার দেখাশুনা করে আমার বড় ছেলে ।

প্রশ্নকর্তা: বড় ছেলেই নিয়ে যায় পশু হাসপাতাল নিয়ে যায় ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আর ডিসিশন সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেয়?

উওরদাতা: ঐ নেয়।

প্রশ্নকর্তা: ঐ নেয়?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: আর এমনে এন্টিবায়োটিক কোন সময় দিছেল হাসপাতাল থেকে?

উওরদাতা: কি?

প্রশ্নকর্তা: ঔষুধ দিসিল? এন্টিবায়োটিক মুরগী গুলার?

উওরদাতা: সেটা আমার খেয়াল নাই ।

প্রশ্নকর্তা: খেয়াল নাই । আর ঔষুধ যেগুলা দেয় ওগুলা কে খাওয়ায় মুরগীকে?

উওরদাতা: আমার বাচ্চাই খাওয়ায় । বড় বাচ্চাই খাওয়ায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্স শব্দটা শুনছেন আপা ?

উওরদাতা: না এই শব্দটা আমি শুনি নাই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে যে আপনিযে বলছেন একটা ঔষুধ যখন ডাক্তার দেয় ঐটারযে একটা কোর্স থাকে আপা ।

উওরদাতা: না ভাই অত কিছু আমি দেখি না, ঘাইটা দেখি না ।

প্রশ্নকর্তা: না না সেটা হচ্ছে যে ধরেন একটা ডাক্তার যে ঔষুধ দেয় যে আপনার বাচ্চাকে ডাইরিয়ার দিছে সাতদিন একটা কোর্স আছে না । তো এইযে---

উওরদাতা: হ্যা কোর্স আছে ।

প্রশ্নকর্তা: কোর্স এটা যদি কেউ কমপ্লিট না করে তাইলে --

উওরদাতা: ও এন্টিবায়োটিকের ই থাকে তিনদিন অথবা চারদিন অথবা সাতদিন ।

প্রশ্নকর্তা: সাতদিন।

উওরদাতা: সিরাপে থাকে সাতদিন ।

প্রশ্নকর্তা: জি।

উওরদাতা: তো তিন চার দিন খাওয়াই এতটুকুই শেষ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু ঐটা যদি কোর্স কেউ কমপ্লিট না করে আপা কোন সমস্যা হইতে পারে?

উওরদাতা: পারে হয়তো ।

প্রশ্নকর্তা: কি কি সমস্যা? ---

উওরদাতা: কিন্তু আমাদের এখনো হয়নি । সেটা বলতে পারি না কিন্তু আমাদের ------

প্রশ্নকর্তা: এ যে এই মুহূর্তে আপনি বলতেছিলেন যে ঐ রোগটা আবার হয়তো ভাসে কখনো আবার হইতে পারে ।

উওরদাতা: হ্যা ঐটা । ঐরকমইতো।

প্রশ্নকর্তা: হইতে পারে ?

উওরদাতা: হইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: হইতে পারে ।

উওরদাতা: কিন্তু এখনো ঐরকম আমাদের হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হয় নাই ।

উওরদাতা: না । এরকম হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: মানে, আচ্ছা আর ধরেন এই ধরনের রোগটা যেন বার বার না হয় বা এন্টিবায়োটিকের যেন কোর্সটা কমপ্লিট না করলে ধরেন যে সমস্যাগুলা হয় হ্যেয় সেগুলা যাতে না হয় এজন্য আমরা ভবিষ্যৎতে কি করতে পারি? কি মনে হয়?

উওরদাতা: ভবিষ্যৎতে আমাদের ডাক্তার দের সে--; ডাক্তারের সিদ্ধান্তে আমাদের চলা উচিৎ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি ডাক্তারের সিদ্ধান্ত মত ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু এইযে আপনি একটু আগে বলতেছিলেন যে আপনার ডাক্তার সাতদিনের জন্য না হয় আপনার ছোট বাচ্চাকে দিছে, কিন্তু আপনে হচ্ছে সেটা যখন ভাল হয়ে যাচ্ছে আর খাওয়াচ্ছেন না । তাইলে কি এটা সমস্যা হবে না?

উওরদাতা: না এখনতো খাওয়াইতেছি, এখতো এখনো সমস্যাটা রইছে ।

প্রশ্নকর্তা: রইছে?

উওরদাতা: যে সমস্যাটা এখনো রইছে ।

প্রশ্নকর্তা: আর সাপোস এটা চারদিন পাঁচ দিনের মাথায় ভালো হয়ে গেল তখন? তখনকি আর খাওয়াবেন?

উওরদাতা: তখন না ঐসময়কা আর খাওয়ামু না ।

প্রশ্নকর্তা: খাওয়াবেন না। এযে খাওয়াবেন না আপা তাইলে ওর কোন সমস্যা শরীরে হইলে?

উওরদাতা: না ওরকম আমি দেখি নাই । এক কথা বার বার বইলা প্যেচায়েন না ভাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমার সময় সর্ট।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । বুঝতে পারছি ।

উওরদাতা: আপনাকে আমি আগেই বলছি ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে ভবিষ্যতে মানে কি করা যায় এজন্য যাতে কোন সময় আর না --------

উওরদাতা: এরকম ঐ ডাক্তারের সিদ্ধাতেই সিদ্ধান্ত করা উচিৎ।

প্রশ্নকর্তা: এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য মানে ডাক্তারের সিদ্ধান্ত মেনে চলা উচিৎ ?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আর কোন ই ?

উওরদাতা: না না আর কোন ব্যবস্থা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: তো অসংখ্য ধন্যবাদ । আসলে অনেক ব্যাস্ততার মধ্যে আপা আমাকে সময় দিলেন তো আমরা আপনার সুসাস্থ কামনা করি । আর আপনার বাচ্চা যেহেতু ডাইরিয়া দেখে গেলাম তো আমাদের আরো আগামী দুই সাপ্তাহ চোদ্দদিন পর এসে আমরা পাঁচ সাত মিনিটের একটু অসুস্থতা নিয়ে কথা বলে যাব ।

উওরদাতা: আর কথা বলব না ভাইয়া ।

প্রশ্নকর্তা: ভালো থাকেন । আচ্ছা । আসসালামুআলাইকুম ।

উওরদাতা: আমি অনেকক্ষন ---------